প্রথম আলো

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মেয়েরা ভালো ফলে এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস অ্যাওয়ার্ড

আসিফুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদে ডিনস অ্যাওয়ার্ড চালু হয় ২০০৫ সালে। ওই বছর ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে চার বছরের সেরা নয়জনকে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এঁদের মাত্র দুজন ছিলেন নারী। এর আট বছর পর ২০১৩ সালের ডিনস অ্যাওয়ার্ডে দেখা গেল, অ্যাওয়ার্ড পাওয়া চারজনের সবাই নারী।

শুধু ফার্মেসিই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের ১৫ বছরের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়াদের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মেয়েরা ভালো ফলে এগিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তালিকায় দেখা যায়, ধারাবাহিকভাবে ছাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ৪৬৮ জনের মধ্যে ২৪৬ জনই ছাত্রী, যা অ্যাওয়ার্ড পাওয়াদের ৫২%। ২০১৩ সালে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ৫৭ জনের ৪০ জনই ছিলেন নারী, যা ছিল রেকর্ড।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৩টি অনুষদের বাকি সাতটিতে অবশ্য এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় না। অ্যাওয়ার্ড দেওয়া ছয়টি অনুষদে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়াটাও শুধু যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। মৌলিক নিয়ম হচ্ছে, মানোন্নয়ন পরীক্ষা ছাড়া এই সেরা ফল অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া, ক্লাসে চার বছরে গড়ে ৮০ শতাংশ উপস্থিতি, শিক্ষাবিরতি না থাকা—এসবও ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মাপকাঠি।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শুধু ডিনস অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রেই নয়, এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় মেয়েরা এখন ভালো করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে। এটা আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। সরকার মেয়েদের বিভিন্ন স্তরে উপবৃত্তি দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এতে করে মেয়েরা আরও ভালো করার উৎসাহ পাচ্ছে।'

বিজ্ঞান অনুষদে ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ৪০ জনের মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন (২৫ শতাংশ)। কিন্তু এর পরের চার বছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪ শতাংশে। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন কার্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. মুসলিম মিঞা *প্রথম আলোকে* বলেন, সিজিপিএ পদ্ধতি আসার পর থেকে যাঁরা ৩ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা তার বেশি পান, তাঁদের মধ্যে প্রতি বিভাগ থেকে সেরা একজনকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

কলা অনুষদের ডিন কার্যালয় থেকে জানানো হয়, সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এই অনুষদের ১৬টি বিভাগের শিক্ষার্থীদের দুবার ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১০-এর মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ১৩ জনের ১০ জনই ছিলেন ছাত্রী। ২০১১ ও ২০১২ সালে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ৮৬ জনের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন ছাত্রী। এই অনুষদের নিয়ম অনুযায়ী, সিজিপিএ ৪ পয়েন্টের মধ্যে ৩ দশমিক ৬০ পেলে ডিনস অ্যাওয়ার্ড, ৩ দশমিক ৮৫-এর বেশি ডিনস সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড এবং ৪ পেলে 'ডিনস অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স' দেওয়া হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে গত ১৩ এপ্রিল দেওয়া ডিনস অ্যাওয়ার্ডে দেখা যায়, ১৪টি বিভাগে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মোট ২৯ জনের ১৬ জন ছাত্রী।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান মিসকাত জাহান। এই বিভাগ থেকে পরপর তিন বছর ধরে ছাত্রীরাই ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। মিসকাত বলেন, এর পেছনে মেয়েদের সচেতনতা, নিয়মিত ক্লাস করা, শিক্ষকের লেকচারের নোট নেওয়া অন্যতম কারণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মেয়েরা ভালো করছে, এর পেছনে মূলত দুটি কারণ: একটি হচ্ছে মেয়েরা নিজেরাই সচেতন হচ্ছে, তাঁরা নিজের প্রয়োজনে পড়াশোনা করছে। দ্বিতীয়ত, পরিবার তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এতে মেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ভালো করছে।'

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদে এ পর্যন্ত ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ৩২ জনের ২২ জনই নারী। জীববিজ্ঞান অনুষদে বরাবরই মেয়েদের ভালো করার প্রবণতা বেশি। এই অনুষদে ১৪৯ জনের মধ্যে ১০৬ জনই নারী শিক্ষার্থী, যা অ্যাওয়ার্ড পাওয়াদের ৭১ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই অনুষদে মেয়েরা বেশি ভর্তি হয়। তা ছাড়া মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি ক্লাসে উপস্থিতি ভালো। তারা সময়ের কাজ সময়ে করতে পছন্দ করে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাসহ ছেলেদের হলের বিভিন্ন সমস্যার কারণে তারা অনেক শর্ত পূরণ করতে পারে না।'